সাদ্দাম হোসেনের মূল্যায়ন হওয়া চাই যথাযথ

আবদুর রাউফ

ইরাক আক্রমণ করে এবং কার্যত তার স্বাধীনতা হরণ করে আমেরিকা কাজটা যে ভাল করেনি-- সেকথা অস্বীকার করেন কেবল তাঁরাই এব্যাপারে যাঁদের স্ব ার্থবুদ্ধি জড়িত। অবশ্য বি হিন্দু পরিষদের প্রবীন তোগাড়িয়ার মতো ব্যক্তিবৃন্দ, মুসলিম বিদ্বেষই যাঁদের একমাত্র উপজীব্য তাঁরা এব্যপারে মার্কিন-বৃটিশ জে াটকেই সমর্থন করেন। ইরাক মুসলিমপ্রধান দেশ বলেই তাদের মনোভাব যে এইরকম একথা তাঁরা গোপন করেন না। ফলে প্রবীণ তোগাড়িয়াদের নিয়ে কে ানও জটিলতা নেই। যতই জটিলতা সেইসব প্রগতিশীলদের নিয়ে যাঁরা মনে করেন ইরাক মুসলিমপ্রধান দেশকিনা---এক্ষেত্রে আক্রমণের ন্যায় - অন্যায় বিচ ার কোনো ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। তাঁরা জানেন আক্রান্ত ও পদানত ইরাকিদের সমর্থনের প্রশ্নটা মানবিক, ধর্মীয় নয়। মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে আক্রমণক ারী মার্কিন-বৃটিশ জোট যে অপরাধী এ নিয়ে তর্কের কোনও অবকাশই নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, বিশ্বের বিভিন্ন তথাকথিত প্রগতিশীল দল ও সরকার সমুহের যঁ ারা নিয়ামক এক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিজেদের পরিচালিত করার ব্যাপারে তাঁরা কতখানি আন্তরিক!

বক্তৃতায় তাঁরা কী বলেন, সেটা বড় কথা নয়। কার্যক্ষেত্রে তাঁদের আচরণ দেখলেই রোঝা যায় এক্ষেত্রেও সক্রিয় সেই সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি। ফ্রান্স, জার্মান, রাশিয়া ইত্যাদি ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলির কর্ণধারেরা ইরাক আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা ঘনিয়ে উঠলে ন্যায়নীতির সপক্ষে অনের কথাই বলেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত আক্রমণ শু হওয়ার পরেই তাঁরা চুপচাপ। এতবড় একটা অন্যায় যুদ্ধকে প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকরী কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা তাঁরা চিন্তাও করেননি। ক ারণ, সেই সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি। যুদ্ধ না চাওয়ার মধ্যেও ছিল স্বার্থচিন্তা। যুদ্ধের পরিণতিতে ইরাকের তৈল সম্পদ নিয়ন্ত্রণ এবং পুনর্গঠনেরও কাজের যাবতীয় বরাত যে মার্কিন - বৃটিশ জোট কব্জা করে নেবে একথা জানাই ছিল। তাই গলাবাজি করে যুদ্ধটা ঠেকিয়ে দেওয়ার প্রয়াস কিছুটা লক্ষ করা গিয়েছিল। কিন্তু কাযকরীভাবে যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে হলে এমনিতেই যেখানে প্রাপ্তিযোগ কিছু ছিল না উল্টে অর্থনৈতিক স্বার্থহানির সম্ভবনা প্রবল হয়ে উঠত। তাই উল্লিখিত ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলির কর্ণধারেরা মানবিকতা ও ন্যায় নীতির প্রতি নিজেদের যাবতীয় দায়দায়িত্ব গাড়ম্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। কাজের ক াজ কিছুই করতে চান নি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে আমাদের জাতীয় স্তরে দৃষ্টি ফেরালে লক্ষ করা যাবে ওই একই মনোভাবের প্রাবল্য। এখানেও বড় বড় প্রগতিশীল দলগুলি ইরাক আক্রমণের বিদ্ধে তাদের প্রতিবাদকে সীমারদ্ধ রেখেছিল টিন কর্মসূচীর মধ্যে । প্রতিবাদকে উত্তাল গণবিক্ষোভের চেহারা দেওয়ার কথা এইসব দলের প্রগতিশীল কর্তাব্যক্তিরা চিন্তাও করেননি। তাঁরা এমন কিছুই করতে চাননি যাতে মার্কিন-বৃটিশ জোট ষ্ট হয়। ষ্ট হলে ব্যক্তিগত, দলগত এবং কোথাও কোথাও নিজেদের পরিচালনাধীন সরকারের স্বার্থহানির সম্ভাবনা দেখা দিত। তাতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে দলীর হুইপ জারি করে প্রচুর লোকও জুটিয়ে ছিলেন কিন্তু সেই মিছিলকে এমন কিছু বেয়াদবি করতে দেননি যাতে তখনকার মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধিরা বিব্রত বোধ করেন। অর্থাৎ সুবিধাবাদী ট্রেডইউনিয়ন নেত াদের মতো আচরণ--মালিককেও না চটান আবার শ্রমিকদেরও হাতে রাখা। এক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণকে হাতে রাখা আবার মার্কিন - বৃটিশ জোটের প্রভুদের না চটান -- এইরকম একটা ভূমিকা আমাদের প্রগতিশীল নেতারা নিয়েছিলেন। যাঁরা এই কৌশলেন বাইরে ছিলেন যেমন বামমার্গী দলও নেতৃবৃন্দের দ্বারা উত্তাল গণ আন্দোলন সৃষ্টি, প্রতীকী পর্যায়ে হলেও মার্কিন-বৃটিশ পণ্য বর্জনের কর্মসূচী জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে, প্রগতিশীল অ ান্দোলনের নিয়ামকেরা মানবিকতা ও ন্যায়নীতির প্রতি দায়িত্ব পালনে কতিপয় ভাল ভাল বুকনি খরচ করা ছাড়া আর কিছুই করতে চাননি।

এতেই যদি তাঁরা ক্ষান্ত হতেন হয়ত ব্যাপারটা ততটা ন্যক্কারজনক হয়ে উঠতে না । ন্যক্কারজনক বলছি এই কারণে উল্লিখিত প্রগতিশীল আন্দোলনের নিয় ামকেরা কোথাও কোথাও ইস্যুটাকে এমন কায়দায় ব্যবহার করেছেন তাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সেই অপকৌশলকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিলেও কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি হয় না। অপকৌশলটি হয়ত কেউ কেউ লক্ষ করে থাকবেন। 'আক্রান্ত ইরাক ও বিমানবতা' ---এইরকম একটা বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে এযাবৎ যত জনসভা হয়েছে, স্থানীয় স্তরে যত মিছিল হয়েছে, মিছিলে যতব্লাগান তোলা হয়েছে, সেইসবব্লাগান নিয়ে যত পোস্টার সাঁটা হয়েছে, ---- সেগুলির বেশিরভাগই হয়েছে হয় মুসলিমপ্রধান এলাকা নয়ত মুসলমান জনগণের মন ভেজানোর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। অর্থাৎ 'আক্রান্ত ইরাক ও বিম ানবতা' শীর্ষক ইস্যুটার আবেদন যে মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে বড় বড় দলের বামমার্গী নেতারা এর থেকে ফয়দা উঠিয়ে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়াতে চেয়েছেন। ইরাক আক্রান্ত হওয়ার সময়টায় আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন হয়ে ওঠায় এই রাজ্যে মুসলম ানদের মধ্যে বাড়তি জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রয়োজনও বেশ জরি হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ ব্যাপারটা তাঁদের কাছে মোটেই মানবতার নয়, মুসলমানদের মধ্যে ও পঞ্চায়েত ভোটে ফায়দা ওঠানোর কৌশলে রূপান্তরিত হয়েছিল। তা যদি না হত 'আক্রান্ত ইরাক' ইস্যুতে অনুষ্ঠিত জনসভাগুলি কেবল মুসলিমপ্রধান এলাক ায় অনুষ্ঠিত না হয়ে হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলিতেও ব্যাপক হারে সংগঠিত হওয়ার কথা ছিল। কারণ, ইস্যুটা ছিল আক্রান্ত বিমানবতার, সাম্প্রদায় বিশেষের ইস্যু ছিল না মোটেই। কিন্তু আমাদের পোড়খাওয়া প্রগতিশীল নেতারা জানেন, ওইসব 'আক্রান্ত বিমানবতা' ইত্যাদি বুকনিগুলি বক্তৃতায় বলবার সময় যতই ভাল শোনাক,আক্রান্ত যেহেতু ইরাক, আমাদের দেশের হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে উন্নসিকতার (এই মনোভাবকে সাম্প্রদায়িক যদি ন

াও বলা হয়) কারণেই ইস্যুটার তেমন আবেদন নেই। তাই হিন্দু এলাকায় ইস্যুটাকে ব্যবহার করে 'আক্রান্ত বিশ্বমানবতা' নিয়ে বক্তৃতা করে তেমন কোনও ফ ায়দা ওঠান সম্ভব নয়। ফলে সেই পণ্ড শ্রমেরব্যাপারটাকে যতদুর সম্ভব তাঁরা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছেন।

জনসাধারণের যে অংশের মধ্যে যে ইস্যুর আবেদন অপেক্ষাকৃত বেশি সেখানে সেটা থেকেই যতটা সম্ভব বেশি ফায়দা ওঠাতে হবে--এই বাস্তববুদ্ধিটা বিশেষ করে ক্ষমতাসীন বামমর্গী নেতাদের মধ্যে বেশ প্রখর। তাই 'আক্রান্ত বিশ্বমানবতা' নিয়ে বেশি সেন্টিমেন্টাল হয়ে হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে পণ্ডশ্রম করার কোনও সার্থকতাই তাঁরা খুঁজে পান নি। ব্যাপারটাকে তাঁরা পণ্ডশ্রম গণ্য করেছেন নানা কারণে। প্রথমত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার আগের সেই আবেদন আর নেই। স াম্রাজ্যবাদের মূল ভিত্তি যদি হয় অর্থনৈতিক আগ্রসন তাহলে তো আগে ঠেকাতে হয় বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশকে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এমনকি আমাদের এই বামমার্গী শাসিত রাজ্যেও চিত্রটা একেবারে উল্টো। এখানেও সাদরে আবাহন করা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পুঁজিকে। ফলে সাম্রারাজ্যবাদ বিরো ধিতার মুল বনিয়াদটাইতো ধবসে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিদ্ধে অন্যান্য মার্কসবাদীদের সঙ্গে যারা তখন ক্ষমতাসীন তাঁদের মধ্যেও প্রবল ধিক্কার ধবনি শোনা যেত, ইদানীং সেই প্রাবল্যে ভাঁটার টান শু হয়েছে। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন বামপন্থীরা এখন মার্কিন সম সাম্রাজ্যবাদীদেরই বদান্যতা প াওয়ার জন্য তাদের বিশেষ বিশেষ সংস্থার সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে শলাপরামর্শ নিয়ে তথাকথিত অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কর্মসূচী রূপায়ণে ব্যস্ত। তৃতীয়ত এধরণের বামপন্থীরা বেশ ভাল করেই জানেন, মার্কিন ডলার উপার্জনের তাগিদে আমাদের এলিট শ্রেণী তথা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা যে হারে অ ামেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে, যে ভাবে তাদের স্বার্থকে মার্কিন জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে তাতে মার্কিন অর্থনীতি সংকটাপন্ন হলে সেই সংকটের ছ য়া নেমে আসতে পারে আমাদের এলিটদের ঘরে ঘরে। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ঘোরতর বিরোধিতার অর্থ এখন দাঁড়িয়েছে আমাদের এই এলিট শ্রে ণীটির (আমাদের দেশে যে মূলত হিন্দু মধ্যবিত্তদের) বিরাগভাজন হওয়া। ক্ষমতাশীল বামপন্থীদের সেটা অভিপ্রেত নয় মোটেই।

ফলে সাম্রাজ্যবাদি বিরোধিতার ঝান্ডাটা তাঁরা মূলত মুসলমানদের মধ্যেই ওড়াতে ব্যস্ত হয়েছেন। বিশেষ করে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় মুসলম ানদের মধ্যে ডলার উপার্জনকারী আমেরিকা প্রবাসীর সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয় হওয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখনও উৎসাহ হারিয়ে ফেলেনি। অবশ্য তাদের উৎসাহ হারিয়ে না ফেলার কারণটা মোটেই অর্থনৈতিক নয়। মূলত সেন্টিমেন্টাল কারণে তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। সেন্টিমেন্টাল উদ্ভব ঘটেছে মুসলিম জনসাধরণের মধ্যে ইসলামি বিশ্বভ্রাতৃত্বের আবেদন এখনও বেশ প্রবল। তাই মুসলমান প্রধান দেশ ইরাক আক্র ান্ত ও বিধবস্ত হলে তারা বিক্ষুব্ধ হয় । তার মানে এই নয় যে, তাদের কোনও জাতীয় আনুগত্য নেই। বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানই কোনও না কোনও স্বদেশের ধ ারণা তথা জাতীয়তার ধারণার অন্তর্ভূক্ত এবং সেই জাতিয়তার প্রতি আনুগত্য প্রাতীত। ব্যতিক্রমের সংখ্যা নগণ্য মাত্র। কিন্তু এই আনুগত্যসত্ত্বেও ইসলামি বিশ্বভ্রাতৃত্বের আবেদন ও তাদের মানসিক গঠনে ক্রিয়াশীল থাকে। এটা মুসলিম প্রধান দেশগুলিরস্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে তেমন দৃষ্টিগোচর না হলেও জনসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের সেন্টিমেন্ট লক্ষ না করে উপায় নেই। তাই ইরাকি জনসাধারণের মার্কিন - বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আরোপিত দুর্দশায় ভারতের মুসলমাননের বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠাটা খুবই স্বাভাবিক । এর মধ্যে যতটা না বিশ্বমানবতার চেয়ে ঢের বেশি সক্রিয় থাকে ইসলামি বিশ্বভ্রাতৃত্বের আবেদন। বিষয়টা মার্কিন সাম্রাজ্যরাদীদের প্রতি পরোক্ষ মিত্রভাবাপন্ন মার্কিনবাদীদের জানা আছে বলেই 'আক্রান্ত বিশ্বমানবতার' ধুয়ো তুলে তাঁদের যত সাম্রাজ্যব াদবিরোধী আস্ফালন সেটাকে তাঁরা কার্যত মুসলিম জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলার প্রক্রিয়ায় নেমেছে।

কিন্তু তাঁদের যেটা জানা নেই, ইসলামি বিশ্বভ্রাতৃত্বের আবেদন যতই প্রবল হোক দলমত নির্বিশেষে আক্রান্ত ইরাকিদের সমর্থনের প্রশ্নে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা মোটেই ঐক্যমত নয়। তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইরাকি বাথ পার্টি এবং এই পার্টির নেতা সাদ্দাম হোসেনের রাজনৈতিক আদর্শবাদ সমর্থন করে না অবশ্য তথাকথিত উগ্রগণতন্ত্রী এবং মার্কসবাদীরাও হয়ত অনেকেই সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন করেন নি, তাঁর স্বৈরাচারী অত্যাচারমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য। কিন্তু এদেশের মুসলমানদের সাদ্দামবিরোধী অংশের সমর্থন না করার কিন্তু সেটা নয়। তাঁরা বাথ পার্টি ও সাদ্দাম হোসেনের তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ পছন্দ করেন নি, ইসলামের সঙ্গে অতি আধুনিকতার সংমিশ্রণের জন্য । রাষ্ট্রযন্ত্রকে সাদ্দাম যে রকম সেকুলার করে তুলেছিলেন সেটা এইসব মুসলমানের একেবারেই পছন্দ নয়। কিন্তু কারণ যেমনই হোক, এধরনের মুসলমানদের ও মার্কসবাদীদের সাদ্দাম বিরোধিতা একই বিন্দুতে মিলে য াওয়ায় তথাকথিত প্রগতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের যে পরোক্ষ আঁতাত গড়ে উঠেছে সেটাকে অশুভছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। পাছে এই অশুভ পরে াক্ষ আঁতাত কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে সম্পর্কে মার্কসবাদীরা কিন্তু বেশ সতর্ক। তাঁরা অপেক্ষাকৃত গোঁড়া মুসলমানদের প্রকৃত মনোভাব জানা সত্ত্বেও ভুলেও সেটার সমালোচনা করেন না।

ফলে বাম পার্টিও সাদ্দাম হোসেনের যেগুলি সত্যিকারের সাফল্যের দিক সেগুলির কোনও মুল্যায়ন করেননি ইচ্ছে করেই। অথচ মূল্যায়ন হলে আমাদের দেশের মুসলমান জনসাধরণের উপকারই হতো। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা ততটা গোঁড়া না তারা বুঝতো ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা না করেও একটা রাষ্ট্রকে কীভাবে উদার, আধুনিক, ও প্রগতিশীল করে গড়ে তোলা যায়। তারা জানতে পারত সাদ্দাম হোসেন সেই পরীক্ষা নিরীক্ষায় কতখানি সফল হতে পেরেছিলেন। তাঁর আগে তুরস্কে মুস্তাফা কামাল সেকুলার রাষ্ট্র গড়ে ছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি ইসলামের পুরোপুরি বিরোধিতা করায় শেষ পর্যন্ত মুসলিম জনসাধরণের সেই প্রক্রিয়া পছন্দ হয়নি। সে তুলনায় সাদ্দাম হোসেনের প্রক্রিয়াটি যে অনেক বেশি গ্রহনযোগ্য হয়েছিল ইরাকের বাইরেও আরব মুসলিমদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা সে কথাই প্রমাণ করে। সাদ্দাম হোসেন মার্কিন - বৃটিশ আগ্রাসন তথা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রশ্নে ইসলামি আদর্শবাদের অনুসঙ্গপরিহার করতে চাননি। তাই তার মুখে মুসলিম বিশ্বভ্রাতৃত্ব 'জেহাদ' ইত্যাদি শব্দবন্ধগুলি প্রায়শই শোনা যেত। কিন্তুএকই সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি যে পুরোপুরি ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত উদার নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন কর্মক্ষেত্রে সেই প্রমাণ তিনি রেখেছেন।

এইরকম একটা জটিল প্রক্রিয়া অনুসরণের দুঃসাহস যিনি রাখতেন বিশেষ করে দুনিয়াজুড়ে ধর্মীয় ভাঁড়ামি সর্বস্ব প্রতিক্রিয়ার আতঙ্কের মুখে দাঁড়িয়ে, তাঁকে কেবল স্বৈরাচারী বলে অতি সরলীকৃত মুল্যায়ন করাটা কতখানি যুক্তসম্পত ? তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী কুর্দদের এবং শিয়া বিদ্রেহীদের যে নির্মমভাবে দমন করেছিলেন--একথা সত্যি। কিন্তু ইরাকের রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে এছাড়া তাঁর সামনে বিকল্পই বা কী ছিল? খেয়াল রাখতে হবে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য অঢেল ডলারের প্রলোভন নিয়ে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের নিরন্তরন তৎপরতায় কোথাও কোনও ঘাটতি ছিল না। শিয়া সম্প্রদায়ের গোঁড়া মৌলবাদীদের প্ররোচিত করেছিল যে তারাই--এতে কোনও সংশয় থাকতে পারে না। কুর্দ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদতও যুগিয়েছিল তারাই। এরকম একটা সংকটজনক পরিস্থিতিতে সাদ্দামের অন্য কী করণীয় ছিল ? স্বৈরাচারী সাদ্দামের মুণ্ডপাত করারর আগে এসব কথা ভেবে দেখা জরী।

তার ফলে এই নয় যে সাদ্দামের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে আদর্শ বলে গণ্য করতে হবে। স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে তাঁর স্বজন পোষণ বিলাসব্যসন, আপন মুর্তিস্থাপনার আত্মম্ভরিতা —এসব নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু ভালমন্দ মিলিয়েইতো মানুষ। তাঁর ভালোর সঙ্গে মন্দর দিকটা প্রবল হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তাঁর ভালোর দিকটা কম তাৎপর্যপুর্ণ নয়।মুসলমানপ্রধান একটি রাষ্ট্রে ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত উদার রাষ্ট্রনীতির অনুসরণ কম দুঃসাহসের ব্যাপার নয়। ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় না দিয়ে জাতিকে আধুনিকতার পথে পরিচলিত করব অথচ তথাকথিত আধুনিকতার নামে ইয়াংকিকালচারকে দেশে ঢুকতে দেব না— এরকম একটা সাংস্কৃতিক পলিসি সাফল্যের সঙ্গে অনুসরণ করতে পারাটা রাষ্টনায়ক হিসাবে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় বহন করে। সাদ্দাম হোসেনর এসব গুণের দিক আলেচিত হলে আমাদের দেশের মুসলমানরা, বিশেষ করে তণ প্রজন্ম উপকৃত হত। তারা গোঁড়া ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের খপ্পর থেকে ইয়াংকি কালচার মুক্ত আধুনিকতা ও ইসলামের উদারনৈতিকতার পথে বেরিয়ে আসার একটা দিক্ নির্দেশ খুঁজে পেত।

কিন্তু এক অর্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পরোক্ষ মিত্র আমাদের এখানকার ক্ষমতাসীন মার্কসবাদীরা সেই প্রয়াসের ধারকাছ দিয়েও হাঁটেননি। তাঁরা কেবল ইস্যুটাকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম সেন্টিমেন্টের অপব্যবহার করে সংকীর্ণ রাজনৈতিক ফায়দা ওঠাতে চেয়েছেন। সাদ্দাম হোসেনের কর্মকাণ্ডের ভালমন্দের যথাযথ মুল্যায়ন তারা করতে চাননি। বরং বিক্ষিপ্তভাবে মাঝে মধ্যে তাঁকে স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে উল্লেখ করে মার্কিন তাঁবেদার গণতন্ত্রপন্থীদের সঙ্গে পোঁ ধরে তাঁর ইতিবাচক ভুমিকায় দিকটা পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ফলে বহু ব্যবহার জীর্ণ অজস্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বুকনির ফাঁকে ফাঁকে নিতান্ত উন্নাসিকের মতো সাদ্দাম হোসেনের যে ছবি মুসলিম জনমনে তাঁরা মুদ্রিত করতে চেয়েছেন তাতে আমাদের দেশের মুসলিম জনসাধারণের তণ প্রজন্ম হতাশ হয়েছে। তারা 'মার্কিন আগ্রাসনের শিকার ইরাক ও ঝিমানবতা' —এই ইস্যু থেকে বহু বক্তার বাগড়ম্বর ছাড়া কোনও ইতিবাচক দিশাই খুঁজে পায়নি।

কিন্তু আমাদের দেশের তণরা দিশা খুঁজে না পেলেও ইরাকি তণদের সেই দুর্দশা ঘটেনি। সাদ্দাম হোসেন অনেক আগে থেকেই বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়ে তাদের জন্য গেরিলা ট্রেনিংয়ের বন্দোবস্ত করেছিলেন। তিনি তাদের কোনও বিভ্রান্তির মধ্যে রাখতে চাননি। আমেরিকার সামরিক শক্তির সঙ্গে সম্মুখ সমরে এঁটে ওঠা যে সম্ভব নয় সেকথা সাদ্দাম হোসেন ভাল করেই জানতেন। কথাটা তিনি দেশবাসীর কাছে গোপন করার চেষ্টাও করেন নি। যুদ্ধের শুতেই ইরাকবাসী জেনে গিয়েছিল হামলার সুচনাতেই মার্কিন-বৃটিশ সৈন্যবাহিনীকে দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়তেনা দিলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই আক্রান্ত সেটা নামমাত্র। নামমাত্র বাধাটুকুও না দিলে শত্রুপক্ষ ইরাকিদের আসল মতলব টের পেয়ে যেত। আসল মতলব ছিল শত্রুবাহিনী দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ার পর তাদের উপর গোরিলা কায়দায় আঘাত হানার পর্ব শু করা। এইভাবে আরবমুলুকে যে আর একটা ভিয়েতনাম সৃষ্টি করতে হবে সে কথা ইরাকি জনগণের লড়াকু অংশকে অনেক আগে থেকেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এসথব কথা বুঝিয়েছিলেন সাদ্দাম হোসেনের নেতৃত্বে বাথ পার্টির নেতস্থানীয়রাই।

এসব যে গল্পকথা নয় তা বর্তমানে লড়াকু ইরাকিদের দুর্জয় গেরিলা প্রতিরোধ থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছে। মার্কিনিরা শত চেষ্টা করেও, বেলাল্লা ভোগবাদের হাজার উপকরণ হাজির করে দেওয়া সত্ত্বেও ইরাকিদের নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিরোধে তেমন কোনও ফাটল ধরান সম্ভব হচ্ছে না। এতেও প্রমাণ হয় সাদ্দাম হোসেন লড়াকু ইরাকিদের শুধু গেরিলা প্রতিরোধের ট্রেনিং দিয়েই নিজের শাসন এবং পরাজয়ের মুহুর্তেও দেশবাসীকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন উদারনৈতিক ইসলামের সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ভিত্তির উপর। সাদ্দাম হোসেনের এই ঐতিহাসিক ভুমিকা থেকে ঝিবাসীর শিক্ষণীয় যা কিছু রয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের দেশে কেউ কি কিছু বলছেন ? বিশেষ করে যাঁরা 'আক্রান্ত ইরাক ঝিমানবতা' নিয়ে এযাবৎ গলা ফাটিয়েছেন—প্রাটা তাঁদের উদ্দেশ্যেই।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com